



সূত্র অনুসরণ প্রক্রিয়াকে সহজ করে, ফলাফল আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। চাকরিজীবনেও সহজ গতিময়তায় সাফল্য আসতে পারে, যদি সূত্রগুলো আপনার জানা থাকে। সফল ক্যারিয়ারের ৩য় পর্বে চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য ও পদোন্নতির পঞ্চসূত্রকেই মূলত তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে চাকরিজীবনে হতাশার ক্ষেত্রের কয়েকটি উদাহরণ। এ ধরনের হতাশা বেড়ে ফেলুন। সাফল্যের সূত্র ও নির্দেশনা অনুসরণ করুন। ক্রমান্বয়ে আপনি সাফল্যের সোনালি সোপানে আরোহণ করবেন।

১ম সূত্র ॥ আস্থা-বিশ্বস্ততা

নিজের প্রতি আস্থা রাখুন। কাজের প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন। কাজই হোক আপনার প্রেম। আংশিক নয়, পেশাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করুন। যখন যে পেশায় থাকবেন, সে পেশার কাজের সঙ্গে একাকার হয়ে যান। কাজকে অবহেলা করবেন না। গৌজামিল বা ফাঁকি দেবেন না।

কোনো অপারগতায় অজুহাত দেবেন না। যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে সরল স্বীকারোক্তি করুন।

ভান বা অভিনয় নয়, মনের আনন্দে কাজ করুন। প্রয়োজনে নতুন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিন। কাজে বৈচিত্র্য আনুন।

যতদিন যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন, ততদিন তার স্বার্থ রক্ষায় আপনার পক্ষে করণীয় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন।

২য় সূত্র ॥ কর্মকৌশল

সিদ্ধান্ত নিতে সাহসী হোন; অহেতুক বিলম্ব করবেন না। প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত পরিস্থিতিকেই বদলে দেবে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সবচেয়ে কম ক্ষতি স্বীকার করে সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে সচেষ্ট থাকুন।

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করেই সমস্যা সমাধানের কৌশল ঠিক করুন।

প্রতিদিন অন্তত একজন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হোন। পূর্বপরিচিতদের সঙ্গেও যোগাযোগ অব্যাহত রাখুন।

কাজের প্রয়োজনে অন্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও যোগাযোগের মাত্রা/ধরন ঠিক করুন।

আবেগপ্রবণ হবেন না। প্রো-অ্যাকটিভ থাকুন। অভিমান-অভিযোগ না করে সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নিন।

৩য় সূত্র ॥ পেশাদারিত্ব

অফিসকে বাসায় বা বাসাকে অফিসে নিয়ে আসবেন না। পেশাগত বা পারিবারিক দুশ্চিন্তা ও সমস্যা যেন একটি অপরটির শান্তিকে বিঘ্নিত না করে।

কথায় ও কাজে আন্তরিক প্রাতিষ্ঠানিকতা বজায় রাখুন।

কোনো মন্তব্য বা আচরণের প্রেক্ষিতে বস/সহকর্মীর সঙ্গে বিরোধে জড়াবেন না। প্রকাশ্যেও কাউকে অপমান বা হয়্য করবেন না।

কর্মক্ষেত্রে সম্পর্কের জটিলতা বা ভুল বোঝাবুঝিকে ব্যক্তিগতভাবে না নিয়ে সবসময় সাংগঠনিকভাবে দেখুন।

কোনো ভুল হয়ে গেলে যুক্তিখণ্ডন করবেন না। অন্যেরা বলার আগে নিজেই তা নিঃসন্দেহে স্বীকার করুন।

৪র্থ সূত্র ॥ পদ-আনুগত্য

চেয়ার/বসের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য প্রদর্শন করুন। তাহলে আপনিও আপনার অধীনস্থদের আনুগত্য লাভ করবেন।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিটি কাজে বসকেই সবচেয়ে নির্ভুল মডেল মনে করুন।

চাকরির কাজে বসের কথা ও সিদ্ধান্তকে সবসময় ‘হাঁ’ বলুন। তার প্রতি মনে কোনো ক্ষোভ রাখবেন না। মনে ক্ষোভ থাকলে বাস্তবেও দূরত্ব বেড়ে যাবে।

আনুগত্য ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সাংগঠনিক পদক্রম অনুসরণ করুন।

বসের যুক্তিসঙ্গত প্রশংসা করতে কখনোই কার্পণ্য করবেন না। যেকোনো ছোট আনুকূল্যের জন্যেও তাকে ধন্যবাদ দিন।

৫ম সূত্র ॥ ক্রম-উৎকর্ষ

পেশাভিত্তিক যোগ্যতা-দক্ষতা অর্জনের মাপকাঠিতে প্রতিদিন নীরবে আত্মপর্যালোচনা করুন।

প্রচ্ছন্ন নেতৃত্বের (ঘোষিত নয়, কিন্তু সবকিছুর নিয়ন্তা যেন তিনিই) অবস্থানে নিজেকে নিয়ে যেতে সচেষ্ট থাকুন।

ব্যবস্থাপকীয় গুণাবলি ও সাংগঠনিক দক্ষতা বাড়ান। তাহলে অন্যদের শক্তিকে কাজে লাগাতে পারবেন।

চাকরি সংক্রান্ত ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন।

সহকর্মীকে সহযোগী, বসকে অভিভাবক এবং নিজেকে নিজের প্রতিযোগী মনে করুন। সুস্থ প্রতিযোগিতা আপনার কর্ম-উৎকর্ষকে বেগবান করবে।

চাকরিজীবনে এ ধরনের ক্ষেত্রে হতাশ হবেন না-

- প্রত্যাশিত চাকরি না পাওয়া।
- কয়েক দফায় সিডি পাঠিয়েও ইন্টারভিউ কার্ড না পাওয়া।
- চাকরির অতীত অভিজ্ঞতা না থাকা। আর চাকরি যোগাড় করতে না পারায় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে না পারা।
- চাকরি নিয়োগের পরীক্ষার সর্বশেষ পর্যায়ে গিয়ে বাদ পড়া।
- চাকরি পেলেও বেতন কম পাওয়া।
- বেতন বেশি হলেও কাজের ধরন পছন্দ না হওয়া।
- সহকর্মীর চেয়ে ডিগ্রি বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা।
- কাজের ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকা।
- চাকরির স্থায়িত্বে নিশ্চয়তা না থাকা।

- শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনের পরিবেশের মধ্যে মিল না পাওয়া।
- সহকর্মীদের ঈর্ষা, বসের বিরূপ মনোভাব থাকা/অবজ্ঞা করা।
- কাজের স্বীকৃতি না পাওয়া। কাজের মূল কৃতিত্ব বসের হওয়া।
- ক্লাসে পেছনে থাকা কোনো সহপাঠীর কর্মক্ষেত্রে সামনে এগিয়ে যাওয়া।
- যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পদোন্নতি বিলম্বিত হওয়া।
- সততা ও মূল্যবোধ অবলম্বনের সুযোগ না পাওয়া।
- পেশার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও পরিচিতি আশানুরূপ না থাকা।
- শিক্ষাগত জ্ঞান কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগাতে না পারা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করতে না পারা।

সফল চাকরিজীবী হতে হলে-

- সফল চাকরিজীবী হতে হলে বুদ্ধি, শ্রম, বিশেষ জ্ঞান এবং দাসের মতো আনুগত্যকে সন্নিবেশিত করুন।
- ধাপে ধাপে এগোন। কোনো প্রস্তাব পছন্দ না হলেও ছাত্রত্ব শেষে প্রথম সুযোগেই তা গ্রহণ করুন। ভালো সুযোগের সন্ধানে চেষ্টা চালিয়ে যান।
- সম্ভাব্য নিয়োগকারীর সামনে নিজের বিনয়, আত্মপ্রত্যয় ও যোগ্যতার সমন্বয়ে ‘এ গুড ফার্স্ট ইমপ্রেশন’ তুলে ধরুন।
- বসের তদারকিতে নয়, দায়িত্ব নিয়ে নিজেই কাজগুলো সম্পন্ন করুন।
- বস ঠিক নয় বা আমি বসের চেয়ে ভালো জানি- এমন ধারণা ত্যাগ করুন। চাকরি সংক্রান্ত প্রতিটি কাজে বসের পূর্ণ আনুগত্য করুন।

- বসের সামনে কথা কম বলুন। আগ বাড়িয়ে বসকে পরামর্শ দেবেন না।
- জানতে না চাইলে বসের সিদ্ধান্ত বা নির্দেশের বিরোধিতা করবেন না। চাকরিজীবী হিসেবে আপনার ভূমিকা হচ্ছে কেবল আজ্ঞা পালনকারী মাত্র।
- অফিসে ঠিক সময়ে আসবেন, কিন্তু বেরোনের সময় নিজে ঠিক করবেন না। বস বের না হওয়া পর্যন্ত অফিসেই থাকুন।
- কর্মক্ষেত্রে উদ্ধত হবেন না, প্রত্যয়ী ও বিনয়ী থাকুন। আপাতদৃষ্টিতে উদ্ধত ব্যক্তিকে স্মার্ট মনে হলেও একজন বিনয়ী তার চেয়েও স্মার্ট।
- প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন। তাহলে সেখানে আপনার মূল্যায়ন না হলেও প্রাকৃতিক নিয়মেই অন্যত্র আপনি পুরস্কৃত হবেন।



নতুন সহস্রাব্দের জীবন যাপনের বিজ্ঞান **কোয়ান্টাম মেথড** সম্পর্কে আরো জানতে হলে এবং প্রয়োজনীয় বই, স্মারক, সিডি, ক্যাসেট, কণিকা, বুলেটিন, ব্রোশিউর ও অন্যান্য প্রকাশনার জন্যে আপনার নিকটবর্তী সেন্টার/শাখা বা সেলে যোগাযোগ করুন

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
কেন্দ্রীয় দফতর :
১১৯/পি শান্তিনগর (২য় তলা), ঢাকা-১২১৭।
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩১৯৩৭৭, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
চট্টগ্রাম : ০৩১-৬৫৩৬৮৮, ০১৭১১-৩৯৩০১০
সিলেট : ০৮২১-৭১১৬১২, ০১৭১১-২৮০৬৫২
রাজশাহী : ০৭২১-৭৭১৫৫০, ০১৭১১-১০৪২৮৯
মিরপুর : ৮০৬১০৭৫, ০১৭১৭-১৪৪৭২৪
শেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম ও কোয়ান্টাম ল্যাব :
৮৩২২৯৮৭, ৯৩৫১৯৬৯, ০১৭১৪-০১০৮৬৯
লামা সেন্টার ॥ মেডিটেশন রিসর্ট ও শিশুকানন :
০১৭১৪-০৯৪২৭১
E-Mail : info@quantumfey.org
Web Site : www.quantummethode.org

সফল ক্যারিয়ার



সফল ক্যারিয়ার

October 2017 ■ WINDOWS ■ 01720-515825